01 SEP 2016
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

জাতীয় শিক্ষা কনভেনশনের ৬ দফা

জঙ্গিবাদ রুখতে শিক্ষার্থীদের নিবিড় পরিচর্যায় রাখার তাগিদ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জঙ্গিবাদ রুখে দিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব স্তরের শিক্ষার্থীদের নিবিড় পরিচর্যায় রাখতে হবে। বুধবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে জঙ্গিবাদবিরোধী জাতীয় শিক্ষা কনভেনশনে এ আহ্বান জানানো হয়েছে। এসময় শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস প্রতিরোধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন ও অনুশীলন, উগ্র ধর্মীয় শিক্ষাদান থেকে বিরত এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ছয় দফা ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছে।

দফাগুলো উপস্থাপন করেন কনভেনশন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল। এ ঘোষণার সঙ্গে ২৩টি শিক্ষক সংগঠন একমত পোষণ করে। কনভেনশনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি, কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসা, ইংলিশ মিডিয়াম, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭শ' শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কনভেনশন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ।

কনভেনশনে বক্তব্য দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। এ সময় বক্তারা জঙ্গিবাদ দমনে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। এই কাজে শিক্ষক সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানান তারা।

কনভেনশনে ঘোষিত দফাগুলো হচ্ছে, এক. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ধারণ, লালন, অনুশীলন ও চর্চা অব্যাহত রেখে এ বিষয়ক কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করবে।

দুই. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো উগ্র ধর্মীয় মতবাদ লালন ও প্রচার থেকে বিরত থাকবে। ধর্মের নামে উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ উসকে দেয়ার মতো কর্মকাণ্ড প্রশ্রয় দেবে না।

তিন. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সমাবেশ (অ্যাসেম্বলি), খেলাধুলা, বিতর্ক চর্চা, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, স্কাউটসহ সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচি জোরদার করতে হবে।

চার. সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক কোর্স বাধ্যতামূলক করতে হবে।

পাঁচ. শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত করবেন।

ছয়. সন্তানদের অভিভাবকদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। সন্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জঙ্গি দমনে শুধু গুলি কোনো সমাধান নয়। জঙ্গিবাদবিরোধী আন্দোলনে সফলতা আনতে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, আজ আমরা কেউ নিরাপদ নই। আমাদের নিজ ঘরে জঙ্গি তৈরি হয়েছে।